Sanatan Dharma

মন্দির বাসিনি

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মন্দার পর্বত (ভারতীয় সনাতন বিজ্ঞানে শাস্ত্রগত নাম)। মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী শ্বেত ও শীতল প্রদেশেই হলো হিমালয়। ব্রহ্ম নাড়ীর একাংশ মস্তিষ্কস্থিত শিব পিণ্ড হতে মূলাধর পর্যন্ত ব্যাপ্ত (এগুলি কেবল জানবার জন্য বিনা গুরু বা আচার্য ছাড়া কেও প্র্যাকটিস করতে যাবেন না, জীবন নিয়ে খেলবেন না)। অন্য অংশ কে শক্তি নাড়ী নামে অভিহিত করা হয়। এই উভয় নাড়ী বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরে অবস্থিত। মন্দার পর্বত এত শক্তিশালী উপাদানে প্রস্তুত যে দেবাসুরের টানাটানিতেও এই পর্বতের কোন ক্ষতি হয় নাই। ব্রহ্ম নাড়ী হল সমুদ্র মন্থনের রশি (দড়ি) অনন্ত নাগ। ঊর্ধ্ব মস্তিষ্কে স্থিত শক্তি নাড়ী হল মন্দার পর্বতের চূড়া। সাধক মস্তিষ্কস্থিত শক্তি নাড়ীর সন্ধান পেলে তার জীবন শক্তি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অমোঘ শক্তির অধিকারী হন এবং তিনি হয় রাজযোগী অথবা রাজগুরু অথবা রাজাধিরাজ চক্রবর্তী সম্রাট তার সংস্পর্শে দেশে, জাতী, সমাজ জীবন থেকে দুর্বল ও অসুরবাদের ধ্বংস হয় এবং ব্যাক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

Published on: Jul, 30 2025 11:33